হায় তারেক রহমান! হায় প্রমোদকুঞ্জ!! এ কি করলে !!!

ভাগ্যের কী ই না নির্মম পরিহাস.....

প্রিয় পাঠক, এটাকেই বলে ঠেলার নাম বাবাজি। বিগত ৫ বছরে দেশে যেসব ঘটনা ঘটেছে তা রূপকথার গল্পকেও হার মানায়। বাংলাদেশের গত ৫ বছরে যেসব ক্ষমতাশীন রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের সিংহের হিংস্র থাবা আর গর্জনে, লুটপাটে কেঁপে উঠেছিলো ৫২ হাজার বর্গমাইল সেই সিংহরা এখন প্রাণ বাঁচাতে নেরী কুত্তার মতো পালিয়ে বেরাচ্ছে, এটাকেই বলে ঠেলার নাম বাবাজি। দীর্ঘ পাঁচ বছরেরও বেশী দেশটি ছিলো একটি দুদন্ড প্রতাপশালী মানুষরূপী দানব শাষিত দেশ, যেখানে আইন-বিচার কিংবা সুশাসন বলে কিছু ছিলোনা, ছিলোনা মানবাধিকার, ছিলোনা শান্তি র সুবাতাস। হত্যা ধর্ষণ, সংখ্যালঘু নির্যাতন, দখল বেদখল, দূর্নীতি, ক্ষমতার দাপট, বিচার বর্হিভূত হত্যাযজ্ঞ, ইতিহাস মহাবিকৃতি, মানবাধিকার লঙ্গন, লুটতরাজসহ দেশটি ছিলো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি ভয়াবহ দূর্নীতিবাজ হিসেবে চ্যাম্পিয়ন অসৎরাস্ট্র। বিএনপি জামাত ক্ষমতালোভি ঘাতক, রিলিপের টিন-বিস্কুট আর কম্বল চোর লুটেরা ক্ষমতা থেকে সরে যাবার পর বর্তমান নির্দলীয় নিরপেক্ষ নতুন তত্বধায়ক (ড.ফখরুদ্দীন) সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে অশান্ত দেশ এখন কিছুটা হলেও শান্ত। দেশের মানুষ মুক্ত হাওয়ায় প্রাণভরে নিশ্বাস নিতে পারছে। ইদানীং বাংলাদেশকে যতই দেখছি ততই অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকছি। চোখের পলক পড়তে না পড়তেই দেখতে হচ্ছে কত বিস্ময় ঘটনা। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিএনপি'র যুগ্ন মহা সচিব বাংলাদেশের যুবরাজ বলে খ্যাত, গত পাঁচ বছর যিনি ছিলেন বাংলাদেশের সব চেয়ে ক্ষমতাশীন অসীম শক্তীর মালিক তারেক রহমান, যার হুংকারে বাংলার আকাশ বাতাস টেকনাফ থেকে তেতুঁলিয়া কেঁপে উঠতো। যার দাপটের কাছে অসহায় ছিলো বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষ। তারেক বন্ধনা আর তারেক পীরের কাছে দর্শন দিতে পিতৃতুল্য নেতারা পর্যন্ত দিনের পর দিন হেনস্তা হয়ে, নিগৃহিত হয়ে অপেক্ষা করতে হতো। সেই তারেক রহমানের কুকীর্তি আর সহস্র সহস্র কোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনা দেশী-বিদেশী পত্রিকা আর ইমিডিয়ায় দেখে খুব কষ্ট হচ্ছে, এমন সন্তান জন্ম হোক বাংলাদেশের মানুষ নিশ্চয় চায়নি, ভবিষ্যতে বাংলার কোনো জননী এমন সন্তান জন্ম হোক তা চাইবেন না বলে অনেকেই বিশ্বাস করেন। মোহ-লোভ-লালসা, ক্ষমতার অপব্যবহার, অত্যাচার-নির্যাতন, সন্ত্রাস-অসততা এবং দাম্ভিকতা মানুষকে কত রাতারাতি পতন ঘটাতে পারে তার জলন্ত প্রমান তারেক রহমান। এইতো কিছুদিন আগেও বাংলাদেশের অপ্রতিন্দ্বন্ধী দোর্দন্ড প্রতাবশালী এবং পরাক্রমশালী মহাশক্তিধর, সৌভাগ্যের বরপুত্র বলে খ্যাত ছিলেন তারেক রহমান। অথচো এমনটি হবার কথা ছিলো কি? তারেক রহমান হতে পারতেন ১৪ কোটি মানুষের হৃদয়ের যুবরাজ। তাঁরতো কোনো কিছুরই অভাব ছিলোনা। তারেক রহমান হতে পারতেন সৎ ও আদর্শতার প্রতিক দূর্নীতি কিংবা অসৎ চরিত্রের প্রতিক নয়। ক্ষমতার অপব্যবহার লোভ লালসায় চোখের পলকেই রাজনৈতিক আর ব্যক্তিগত জীবনের অপমৃত্যু ঘটলো জিয়া তনয় তারেক রহমানের।

জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর সমগ্র জাতিকে যে ভাঙ্গা সুটকেস ও ছেঁড়া গেঞ্জি দেখানো হয়েছিলো তার মধ্যে কি এমন আলাদিনের চেরাগ ছিলো যে, ছেড়াঁগেঞ্জির পরিবার আজ দেশের সর্বশ্রেষ্ট ধনী পরিবারে পরিণত হয়েছে? জিয়ার মৃত্যুর পর যাদের বিধবা ভাতা, এতিম ভাতা, সরকারী গাড়ী-বাড়ি, মালীসহ রাষ্ট্রীয় খরচে চলতে হয়েছে এখনও চলছেন তারা কিভাবে রাতারাতি হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হলো? মার্শাল ডিষ্টিলারির মদের কারখানা প্রতিষ্ঠা করলেন কোন টাকায়? যাদের ঢাকা শহরে মাথা গুঁজার ঠাঁই নেই বলে প্রচার করা হয়েছিলো তারা ডান্ডি ডাইং, লঞ্চ কোম্পানিসহ সহস্র সহস্র সহস্র কোটি টাকা ডলার পাউন্ড দেশে বিদেশে কেমন করে হলো? ক্যান্টনম্যান্টে সেনাবাহিনীর ৯ বিঘা জমির উপর বাড়ী, গুলশানে দেড় বিঘা বাড়ী, জিয়ার মাজারের নামে সংসদ ভবনের পাশে ২০০ বিঘা, কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র ও চট্টগ্রাম সার্কিট

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

হাউজের জমিসহ সর্বমোট ২০০০ একর রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি একটি পরিবারের দখলে কি করে হলো! সারা বাংলাদেশের মানুষ এতদিন এ প্রশ্ন মনের গভীরে লালন করলেও কারো সাহস হয়নি প্রশ্ন করার। কারণ প্রশ্ন করা মানেই অপমৃত্যু। গত পাঁচটি বছর ছিলো ক্ষমতাসীনদের উন্মত্ত দূর্নীতির মহা সাইক্লোন। বিএনপি-জামায়াতের পাঁচ বছরে যারা রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে, হত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতন করেছে তাদের অপকর্ম সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় বিশদ বিবরণ বেরিয়েছে। গত পাঁচটি বছর ছিলো ক্ষমতাসীনদের (বিএনপিজামাত) উন্মুক্ত দূর্নীতির সাইক্লোন। রাতারাতি অবৈধ ধন সম্পদ গড়ার জন্য পাগল হয়ে কী ভয়ানক অশ্লীল, কুৎসিত নিলজ্জ উন্মত্ততা দেখিয়েছে তা দেখলে চক্ষু চরকগাছের মতো ঘুরে। দূর্নীতির বীর প্রতিক তারেক রহমান মিঃ টেন পার্সেন্ট হিসেবে পরিচিত ছিলেন। নিরন্ন মানুষের হাহাকার যেখানে নিত্যদিনের সঙ্গী সেখানে তারেক রহমান, ফালু-হারিস-নাসির গংরা সহস্র সহস্র কোটি টাকা নিজের পকেটে ভরেছে, তার চেয়ে নির্মম বর্বরতা আর কী হতে পারে। অথছো এই সেদিন তারেক রহমান দাম্ভিকতার সাথে কত বড় বড় কথাই বলেছিলেন, শেখ হাসিনার প্রতি কি না বেয়াদবি দেখিয়ে বলেছিলেন দূর্নীতির প্রমান দেখাতে না পারলে ব্যবস্থা নিবেন।

এখন প্রমানিত হচ্ছে তারেক রহমান এবং তার ভাই আরাফাত রহমান কেকোসহ তার বন্ধু প্লেবয় বলে খ্যাত গিয়াস উদ্দীন মামুনরা বাংলাদেশে'র সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দূর্নীতিবাজ। মহাদূর্নীতির তিলক কপালে ধারণ করে র‍্যাবের হাতে (র‍্যাব তারেক জিয়াদের সৃষ্টি) বাংলাদেশের মৌলবাদী জঙ্গীদের মতো মাথায় হ্যালমেট বুকে বুলেট প্রুফ জ্যাকেট পড়ে এখন লৌহ কপাটের অন্তরালে থাকতে হচ্ছে । এটাকেই বলে ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। গত ৫ বছরে বিএনপি জামাতরা দেশের এমন কিছু নেই যা দখল করেনি। তাদের কাছে দেশের মানুষের জীবন থেকে সহায় সম্পত্তি, নারীর সম্ভ্রমসহ সব কিছুই দখল করেছে। বাংলাদেশ বিগত ৫ বছর আন্তর্জাতিক ভাবে দূর্নীতিতে ডবল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারেক রহমান গংদের জন্য। নারীদের সম্ভ্রম থেকে মসজিদ মন্দির সহায় সম্পত্তি, রিলীফের টিন-বিস্কুট, কম্বল, ব্যবসা বানিজ্য, ব্যাংক-বিমা, সবকিছুই দখল করেছে শক্তি আর গায়ের জুড়ে। সেদিন কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি। প্রতিবাদ করা মানেই জাতীয়তাবাদী অথবা জামাত শিবিরের সুসন্তানদের হাতে অপমৃত্যুদন্ড।

দুই.) ইত্তেফাক ১৫.৩.২০০৭ লিখেছে, বিদেশী ব্যাংকে তারেকের দুই হাজার কোটিরও বেশি টাকা । .....

'প্রাথমিক হিসেবে বিদেশের বিভিন্ন ব্যাংকে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানের এ পর্যন্ত দু'হাজার কোটিরও বেশি টাকার সন্ধান পাওয়া গেছে বলে জানা যায়। দেশের বিভিন্ন ব্যাংকেও তারেক রহমানের নামে-বেনামে একাউন্টে কি পরিমাণ টাকা রয়েছে তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বাংলাদেশের দূর্নীতিবাজদের দ্বিতীয় পর্বের তালিকায় তারেক রহমান তিন নম্বরে রয়েছেন। তাকে ৭ মার্চ মধ্যরাতে ক্যান্টনমেন্ট শহীদ মইনুল রোড থেকে গ্রেফতার করা হয়। পরদিন গুলশান থানায় তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দায়ের করা চাঁদাবাজির মামলায় তাকে ৪ দিনের রিমান্ডে নিয়ে গঠিত বিশেষ টাস্কফোর্স ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করে। ঐ সময় তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু গিয়াসউদ্দিন আল মামুনকে তারেক রহমানের মুখোমুখি করা হয়। ১৫ থেকে ২০ মিনিট দুইজন টাস্কফোর্সের সামনে উপস্থিত ছিলেন। দূর্নীতির প্রমানসহ ভিডিওচিত্র দেখানো হয় । গত ৩১ জানুয়ারি রাতে গিয়াস-উদ্দিন আল মামুনকে যৌথ বাহিনী গ্রেফতার করে তাকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। মামুন তারেক রহমানের দুর্নীতি, অনিয়ম, টেন্ডারবাজি ও নিয়োগ-বদলি বাণিজ্যসহ ক্ষমতার অপব্যবহার করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার সকল তথ্য-প্রমাণ প্রকাশ করে দেয়। মামুনকে নিয়ে একটি সংস্থার কর্মকর্তারা মালয়েশিয়া, সুইজারল্যান্ড ও ইউরোপের একটি দেশে যান। সেখানকার কয়েকটি ব্যাংকে তারেক রহমানের কোটি কোটি টাকা থাকার প্রমাণ পান। ৪ দিনের রিমান্ডে তারেক রহমান দুর্নীতির ও সর্বশেষ ৪ জানুয়ারি এক কোটি টাকা ঠিকাদার ব্যবসায়ী আমিন আহমেদ ভুঁইয়ার কাছ থেকে নেয়ার কথা স্বীকার করেন। তারেক রহমান ও মামুনের দেয়া তথ্য অনুযায়ী এ পর্যন্ত তারেক রহমানের দুই সহস্রাধিক কোটি টাকার সন্ধান পাওয়া যায় বলে জানা গেছে। পাঁচটি দেশে তারেকের ব্যাংক একাউন্ট, মালয়েশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বিভিন্ন প্রজেক্টে লগ্নিকৃত বিপুল পরিমাণ অর্থ রয়েছে। এছাড়া দেশে তারেক ও তার আত্মীয়-স্বজনের নামে গড়ে তোলা শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে তদন্ত- শুরু হয়েছে। জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেলে জিজ্ঞাসাবাদে তারেক রহমান সুইজারল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকায় তার ৫টি ব্যাংক একাউন্ট থাকার কথা স্বীকার করেন। সবচেয়ে বেশি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে মালয়েশিয়াতে। এছাড়া অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ডেও বিনিয়োগ করা হয়েছে কয়েক হাজার হাজার কোটি টাকা। জোট সরকারের আমলে তারেক রহমান ও গিয়াসউদ্দিন আল মামুনের নেতৃত্বে একটি সিন্ডিকেট হুন্ডির মাধ্যমে পাচার করেছে এই টাকা। সন্ত্রাস ও দুর্নীতিবিরোধী টাস্কফোর্স সূত্রে জানা গেছে, এই সিন্ডিকেটের নিজস্ব লোকজন কয়েকদিন পর পরই মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুর ভ্রমণে যেতেন। বিভিন্ন পরিচয়ে স্মার্ট তরুণ-তরুণীদের পাঠানো হতো মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডে। এরাই নিয়ে যেতো তারেক-মামুন সিন্ডিকেটের টাকা। সূত্রটি জানিয়েছে, গত পাঁচ বছরে তারেক-মামুনের ঘনিষ্ঠ লোকজন তো বটেই হাওয়া ভবনের পিয়ন পর্যন্ত কয়েকবার করে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ড ভ্রমণ করেছেন। হাওয়া ভবনের কে কতোবার বিদেশ সফরে গিয়েছেন তার তালিকা টাস্কফোর্স ইতিমধ্যে ইমিগ্রেশন থেকে সংগ্রহ করেছে। গোয়েন্দা সূত্রগুলো জানিয়েছে, বিদেশে শুধু তারেক-মামুনই টাকা পাচার করেননি। টাকা পাচার করেছেন ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, হারিছ চৌধুরী, মীর নাছির, সাইফুর রহমানের ছেলে নাসের রহমানসহ আরো অনেকেই।'

তিন.) গাজীপুরের 'খোয়াব' ও বগুড়ার 'হাওয়া ভবন' তারেক-মামুনের প্রমোদকুঞ্জ (ইত্তেফাক ১৬.৩.২০০৭)

গাজীপুর শহরের দক্ষিণ ছায়াবীথি এলাকায় মামুন ও তারেক রহমানের বিলাসবহুল বিনোদন কেন্দ্র 'খোয়াব' –ইত্তেফাক

গাজীপুর শহরের ছায়াবীথি এলাকায় বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানের বিনোদন কেন্দ্র 'খোয়াব' নামের সেই ভবনটি এখন যেন মৃতপুরী। এক সময় সুন্দরী তরুণী, কতিপয় নায়িকা ও মডেল কন্যাদের নিয়মিত যাতায়াত আর বিলাসবহুল নানা মডেলের গাড়ির হুংকারে, যাতায়াতে খোয়াব ভবনটি গাজীপুর জেলা শহরবাসীর নিকট স্বপ্নপুরীর মত মনে হতো। চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতা ছাড়ার পর এই ভবনে সুন্দরীদের যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে। বিলাসবহুল গাড়িও

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

দেখা যায় না। ১১ জানুয়ারির পর থেকে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে। আর 'খোয়াব' নামের ভবনে নারী-পুরুষের যাতায়াত সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। অথচো বিএনপি-জামাত ক্ষমতায় থাকাকালে গাজীপুরের খোয়াব আর বগুড়ার হাওয়া ভবন ছিলো তারেক রহমান আর গিয়াস উদ্দীন আল মামুনের স্বপ্নপুরী যৌনলীলার গোপন জলসার বিনোদন কেন্দ্র। দেশের খ্যতিনামা অনিন্দ্য সুন্দরী তম্বি নায়িকা, মডেল, টিভি উপস্থাপিকা, ব্যাংকারসহ সেরা সুন্দরীদের নিয়ে সেখানে আনন্দ লীলা করতেন যুবরাজ তারেক রহমান আর তার বন্ধু মামুন। নারী মাংসের উত্তাল তরঙ্গে তারেক-মামুন উন্মাদ আনন্দে কাড়ি কাড়ি টাকার বান্ডিল ছড়িয়ে দিতো অনিন্দ্য সুন্দরী নারীর বিবস্ত্র অঙ্গে। প্রায় ১০ কাঠা জমির উপর তিন তলাবিশিষ্ট এই খোয়াব ভবনের জায়গা তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু গিয়াস উদ্দিন আল মামুনকে তার শ্বশুরের পক্ষ থেকে দেয়া হয়। কাগজপত্রে এই জায়গার মালিক মামুনের স্ত্রী। সেখানে সবুজ ছায়াঘেরা পরিবেশ। চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর শুরু হয় তারেক-মামুনের আর্থিক উত্থান। ক্ষমতার মাত্র ছয় মাসের মাথায় এ জায়গায় মামুন তিনতলা ভবনটি নির্মাণ করেন। সম্পূর্ণ বিদেশী পোড়া মাটি (টেরাকোটা) টাইলসসহ নানা ধরনের নকশী গাঁথায় ভবনটি তৈরি করা হয়। অভ্যন্তরে রয়েছে বিদেশী নানা রংয়ের লাইটিং ও শিল্পীর হাতের তৈরি কাজ। নিচতলা থেকে তিন তলা পর্যন্ত অনুরূপ অবস্থা। গাজীপুর জেলা শহরে এত বিলাসবহুল ও দামী ভবন আর নেই। দুই জানের দোস্তের স্বপ্নপূরণ হবে এই কারণে ভবনটির নামকরণ করা হয়েছে 'খোয়াব' বলে এলাকাবাসীর মন্তব্য। জানের দোস্ত তারেক রহমানের বিনোদন ও আমোদ-ফূর্তি করার জন্য তারই অর্থে মামুন ভবনটি নির্মাণ করেছেন বলে এলাকাবাসীর কয়েকজন জানান। ২০০২ সাল থেকে এই খোয়াব ভবনে শুরু হয় সুন্দরীদের যাতায়াত। নানা রংয়ের বিলাসবহুল দামী গাড়ির সেখানে যাতায়াত শুরু হয়। বেশির ভাগ রাত ১০টার পর নিরিবিলি পরিবেশে বিএমডব্লিউসহ নানা মডেলের দামী গাড়ি ছোট শহরে ঘন ঘন যাতায়াত করতে দেখে প্রথম প্রথম বাসিন্দারা ভীত-সন্ত্রস্ত্র হয়ে পড়েন। পরে তারা জানতে পারেন যে, রাতের বেলা এই শহরে এত দামি গাড়ি নিয়ে তারেক রহমান ও তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মামুন খোয়াব ভবনে আসেন। প্রতিসপ্তাহে ২/৩ বার এই ভবনে দুই বন্ধু এবং তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা খোয়াবের সফরসঙ্গি হিসেবে দামি গাড়ির বহরে থাকতেন। অপরদিকে বগুড়ার হাওয়া ভবনেও একই রকমে প্রমোদ কুঞ্জে নারী নিয়ে মেতে থাকতেন তারেক রহমান। বগুড়া এবং গাজীপুরের প্রমোদ কুঞ্জে সারারাত জলসা সেরে স্থানীয়বাসিন্দারা ঘুম থেকে জেগে উঠার আগেই তারেক গংরা ভোরে তারা ঢাকায় ফিরে যেতেন। দামি মানুষ ও দামি গাড়ির যাতায়াত করার কারণে এবং রং-বেরংয়ের নকশায় তৈরি গাজীপুরের ভবনটি দেখার জন্য সাধারণ লোকজন সেখানে যেত। ভবনটি এমনভাবে তৈরি যে, ভিতরের কোন আওয়াজ বাইরে থেকে শোনা যায় না। তারেক রহমান ও তার বন্ধু মামুন রাতে ঐ ভবনে গেলেও স্থানীয় পুলিশকে জানাতেন না। তবে পুলিশ প্রশাসন এই বিষয় অবহিত থাকতো। তারেক রহমান ও মামুনের সঙ্গে তাদের নিরাপত্তার জন্য ঢাকা থেকে দলীয় আশীর্বাদপুষ্ট নিরাপত্তা কর্মীরা থাকতো। এছাড়া তাদের সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী সব সময় থাকতো। এ কারণে স্থানীয় পুলিশ সুন্দরীদের যাতায়াতের কারণে খোয়াব নামের ভবনটির প্রতি সাধারণ মানুষের মধ্যে কৌতূহল বেড়ে যায়। মাঝে মাঝে ঐ এলাকার মহিলা দলের এক নেত্রী সুন্দরীদের সঙ্গে সময় কাটাতেন। এই ভবনের সঙ্গে মহিলা দলের ঐ নেত্রীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠার কারণ ছিল যে, তিনি ২০০৭ সালে জাতীয় নির্বাচনে মহিলা আসনে এমপি হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন আর বিলিয়ে দিতেন জীবন-যৌবন। আমোদ-ফুর্তির মাঝে খোয়াবে বসে রাজনৈতিকসহ নানা ধরনের পরিকল্পনা করা হতো। এমন তথ্যও পাওয়া যায়। ২০০৪ সালের ৭ মে, আওয়ামী লীগ নেতা, জনপ্রিয় শিক্ষক ও এমপি আহসান উলস্নাহ মাষ্টারকে টঙ্গীতে তার প্রতিষ্ঠিত স্কুলের সামনে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডে সমগ্র গাজীপুর জুড়ে রণক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। উত্তেজিত জনতা তারেক রহমানের খোয়াব ভবনটিতে হামলা চালায়। ঐ সময় উত্তেজিত জনতার অভিযোগ ছিল যে, এই খোয়াব ভবনে বসে আহসান উল্লাহ মাষ্টার এমপি'র হত্যার পরিকল্পনা করা হয়। সে সময় ভবনটিতে উত্তেজিত জনতা ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। এই ঘটনার পর ৬ মাস পর্যন্ত সেখানে তারেক রহমান ও মামুন যাতায়াত করেননি। তবে পুলিশ প্রহরায় ছিল। ২০০৫ সালের প্রথমদিকে পুনরায় তারেক রহমান ও মামুন পূর্বের ন্যায় খোয়াব ভবনে সুন্দরী তরুণীদের নিয়ে যাতায়াত শুরু করেন, এবং ক্ষমতার শেষদিন পর্যন্ত চলে প্রমোদ লীলা। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করার পর ঐ ভবন থেকে পুলিশ প্রত্যাহার করা হয়।

প্রিয় পাঠক, পরিশেষে বলতে চাই, তারেক-মামুনদের কিছু কথা আর পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের সামান্য অংশ তুলে ধরলাম। এভাবে সারাদেশে গত ৫ বছর হাজার হাজার তারেক-মামুন থেকে ফালু-নাসেররা সারাদেশ ত্রাসিত করেছে, হয়েছে অবৈধভাবে সহস্র সহস্র কোটি টাকার মালিক, শত শত প্রমোদকুঞ্জ সৃষ্টি করে করেছে সুন্দরী নারীর মধুপান। বাংলাদেশের রাজনীতিকরা ক্ষমতার মোহে যেকোনো অসম্ভব কাজও করতে দ্বিধা করেননা, এরা অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে চাননা। ক্ষমতায় গেলেই মনে করেন দেশটা তাদের বাবার সম্পত্তি, আস্তো দেশটাই গিলে খেতে চায়। এসব রাজনীতিকরা কী জানেনা হিটলারও ক্ষমতায় বেশীদিন টিকে থাকতে পারেনি। ভাবুনতো, ১৪ কোটি মানুষের সম্পদ লুট করে যুবরাজরা নারীর বিবস্ত্র শরীরের নরম মাংসপিন্ড নিয়ে বেহেস্তের উদ্যানে কীভাবে মেথে উঠেছিলেন, সেদিন কি ভেবেছিলেন যুবরাজরা 'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়'! অন্ন-বস্ত্রহীন, শীতের কাঁপোনি আর ক্ষুদার জ্বালায় জর্জরিত দেশের বুভুক্ষ মানুষের রিলিপের টিন-বিস্কুট-কম্বল-চাল-ডাল চুরি করে দেশের রাস্ত্রীয় সম্পত্তি আত্মসাৎ করে যারা বেহেস্তের উদ্যানে বসবাস করতে চায়, তাদের বিচার অবশ্যই একদিন হয়, হতে হবে আর সেটাই অমোঘ নিয়ম যা অতীত ইতিহাস বলে দেয়। আমরা প্রবাসীরা বলতে চাই যারা বুভুক্ষ মানুষের মুখের গ্রাস চুরি করে দেশের অসহায় মানুষের সম্পদ লুন্টন করে যারা মহাকোটিপতি হয়েছে তাদের বিচার জনতার আদালতে হোক, আত্মসাৎকৃত সকল সম্পত্তি বায়জাপ্ত করে জনতার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হোক, আর তা যদি হয় তাহলে পরবর্তীতে যে সরকারই আসবে তা থেকে শিক্ষা নিবে। তত্ত্বধায়ক সরকারকে ধন্যবাদ। তবে নিরপেক্ষতার নামে আর ব্যালেন্স রক্ষা করার জন্য নিরাপরাধ রাজনীতিক কিংবা সাংবাদিককে ধরে তত্ত্বধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতায় কলঙ্খলেপন হোক তা প্রবাসীরা চায়না।

সদেরা সুজন
ফ্রিল্যান্স সংবাদপত্র কর্মী,
মন্ট্রিয়ল, ১৮.৩.২০০৭

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com